দর্শনা ঘুঘুডাঙ্গা আশা অফিসের পিওনকে মারপিটের অভিযোগ

দর্শনা ঘুঘুডাঙ্গা আশা অফিসে ঋণ নেওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে।এ ঘটনায় আশা এনিজিও অফিসের ম্যানাজার দর্শনা থানায় দায়ের করেছে লিখিত অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার ৫টার দিকে ঘুঘুডাঙ্গা অফিসে এ মারপিটের ঘটনায় ৩ জনসহ অজ্ঞাত আরো ২/৩ জনকে আসামী আশা সংস্থার কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে এ অভিযোগ করেন।

আসামীরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী গ্রামের হাশেম আলীর ছেলে দুই রিন্টু মিয়া (৩৫) ও মোঃ রায়হান (৪০) এবং মৃত্য আব্দুল আজিজ শেখ এর ছেলে হাশেম আলী (৬০) ও অজ্ঞাত আরো ২/৩ জন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ৫ ডিসেম্বর বেলা ৩টার দিকে আশা অফিসে হাশেম আলী ও স্ত্রী রোকেয়া খাতুন (৪৫) ঋণ নিতে আসে।

এ সময় তাদের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় ম্যানেজার আগামী ১২/১২/২০২৩ তারিখ কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ে আসতে বলে। এক সপ্তাহ পরে ঋণ নেওয়ার কথা বলতেই রিন্টু মিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এসময় অফিসের পিয়ন হাসান আলী তাদের অফিসের বাইরে বের করে দেয়। এর কিছুক্ষন পর আসামী ৩ জনসহ আরো অজ্ঞাত ২/৩ এসে হাসান আলী (৩৬) কে এলোপাতাড়ি কিল,ঘুষি মেরে শরীলে বিভিন্ন স্থানে নীলা-ফোলা জখম করে। এছাড়া বিভিন্ন হুমকি-ধামকি প্রদান ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চলে যায়।

এ ঘটনায় সংস্থার ম্যানেজার মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

আলমডাঙ্গায় ইউপি সদস্যের

বিরুদ্ধে সংরক্ষিত মহিলা সদস্যকে মারপিটের অভিযোগ

ভিজিডি কার্ড সঠিক ভাবে বন্ট না করায় প্রতিবাদ করাতে সংরক্ষিত মহিলা মেম্বারকে মারপিটের ঘটনায় ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

ঘটনাটি গতকাল রবিবার উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ঘটেছে। ওই ঘটনায় আজ সোমবার সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার বাদি হয়ে ইউপি সদস্য মাসুদ রানা শিপনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদে গত ৯ এপ্রিল ভিজিডি কার্ড বিভাজন সংক্রান্ত মিটিং চলছিল। বরাবরের মত মহিলা সদস্যদের কার্ড প্রাপ্তির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে মহিলা সদস্যরা প্রতিবাদ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ৪ নং ওয়ার্ড মেম্বার মাসুদ রানা শিপন মহিলা সদস্যদের গালিগালি শুরু করেন ।

সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সাবিয়া খাতুন প্রতিবাদ জানালে তাকে চেয়ার তুলে মারধর করা হয়। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে তিনি মোবাইলফোনে পারকুলা গ্রামের লাল্টু, পাইকপাড়া গ্রামের সোহাগসহ কয়েকজন যুবককে ডেকে নেন। তারা উপস্থিত হয়ে মহিলা সদস্যদের আরেক দফা গালমন্দ করেন। মারধরের হুমকি দেন।

এ ঘটনার বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা জানান, “আমি উপস্থিত ছিলাম না। শুনেছি – ওই দিন পরিষদে মিটিং ছিল। মিটিং চলাকালে ওয়ার্ড মেম্বর মাসুদ রানা শিপন মহিলা মেম্বরকে গালমন্দ করেন। ধাক্কাধাকি হয়। এক পর্যায়ে চেয়ার তুলে মহিলা মেম্বর সাবিয়াকে মারতে উদ্যত হয়। তারা সকলেই মেম্বর। মহিলা মেম্বররা তিনটি ওয়ার্ডের মেম্বার। তাদেরকে গালমন্দ করা উচিত হয়নি। এতে ইউনিয়ন পরিষদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।”